দামুড়হুদায় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি পালন করা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেল ৫টার দিকে দিবসটি উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আয়োজনে উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আফজালুর রহমান সবুজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক ইনজামুল হক, জুলফিকার আলি ভুট্টু, সাগর হোসেন, আ: রহিম, তরিকুল ইসলাম, সদস্য সন্টু, আসিফ, ফিরোজ, সজিব, তুহিনুর রহমান সোহাগসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা।

অপরদিকে, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আয়োজনে বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক মকলেছুর রহমান রহমান মুকুলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, আনন্দ র্যালী ও কেক কাটা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক ইমরান হোসেন, আবু জাফর তন্ময়, সদস্য সাজিদুর রহমান সাজিদ, আলফাজ হোসেন, সোয়েব, সজল, শাওন, জিহাদ, আকাশ, রাজু, তাওহিদ প্রমুখ।

বাম্পার ফলন , দামে হতাশ

এম এফ রুপক / ফয়সাল আহম্মেদ

মেহেরপুরে ইতোমধ্যে নতুন পেয়াজ উঠতে শুরু করেছে। ঘরে ঘরে চলছে পেয়াজ কাটার উৎসব। খোলা বাজারেও দেখা মিলছে পেয়াজের। কিন্তু লাভের আশায় পেয়াজ চাষ করে ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার চাষিরা। ন্যায্য দাম না পেয়ে বিঘা প্রতি ২০ হাজার টাকা থেকে ২৫ টাকা

লোকসানের মুখে পড়েছে চাষিরা। অনেক জমিতে পেয়াজ পরিপক্ক হলেও দাম না থাকায় তুলতে পারছে না চাষিরা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ি এ বছর মেহেরপুরে প্রায় ৩ হাজার ৩শ হেক্টর জমিতে পেয়াজের চাষ করা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুল থাকায় এ বছর পেয়াজের বাম্পার ফলন হয়েছে মেহেরপুরে। তবে দাম না পেয়ে হতাশায় ভুগছে এলাকার চাষিরা। সম্প্রতি ভারতীয় পেয়াজ বাংলাদেশে প্রবেশ ও দেশের সব জায়গাতে একই সাথে পেয়াজ তোলাতে দাম কমেছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে কাঁচা পেয়াজ পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে ১৫-২০ টাকা দরে। বিঘা প্রতি ফড়িয়ারা দাম দিচ্ছে ২০- ২৫ হাজার টাকা। অথচ এক বিঘা জমিতে পেয়াজ উৎপাদন করতে খরচ হয়েছে ৩৫- ৪০ হাজার টাকা।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের পেয়াজ চাষী সেলিম, আব্দুল আজিজ, মাবুদ, ছপের আলী, ইলিয়াস, ছাদ্দামসহ বেশ কয়েকজন জানান, সোনাপুর গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ লাভের আশায় পেয়াজ চাষ করেছে। কোন কোন চাষী বিভিন্ন জায়গায় লোন করেছে পেয়াজ চাষের জন্য। কথা ছিল পেয়াজ বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করবে। কিন্তু টাকা পরিশোধ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচই উঠছে না চাষিদের। এমন অবস্থায় মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার পেয়াজ চাষিরা।

পেয়াজ চাষি স্বপন বলেন, আমি এবছর ১২ বিঘা জমিতে পেয়াজ চাষ করেছি। পেয়াজ পরিপক্ক হয়েছে। আমি ২ বিঘা জমির পেয়াজ তুলে বিক্রি করেছি। তাতে আমার লস হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। বাকি ১০ বিঘা জমিতে এখনো পেয়াজ রয়েছে। দাম কম থাকায় তুলতে পারছি না।

মেহেরপুর সদর উপজেলার পেয়াজ চাষি রকিবুজ্জামান বলেন, যারা আগাম পেয়াজ চাষ করেছে তাদের লাভ হয়েছে। এক সপ্তাহ আগেও পেয়াজের দাম সন্তসজনক ছিল। কিন্তু এখন একেবারেই দাম নেই। এই দামে পেয়াজ বিক্রি করলে খরচের অর্ধেক টাকাও পেরত পাওয়া যাবে না।

মেহেরপুর কাস্টম অফিসের এক কর্মকর্তা সোনাপুর গ্রামের পেয়াজ চাষি কামাল উদ্দিন জানান, প্রতি বছর লাভের আশায় পেয়াজ চাষ করা হয়। এবারও করেছি। কিন্তু যে দাম পাওয়া যাচ্ছে তাতে লাভ তো দূরের কথা উৎপাদন খরচই উঠবে না। আমাদের মেহেরপুরে যদি পেয়াজ সংরক্ষাণাগার থাকতো তবে এই সিজনে পেয়াজ সংরক্ষণ করা যেত। তিন্তু সে ব্যবস্থা মেহেরপুরে নেই। এমন অবস্থায় আমরা চাষিরা খুব ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারনণ অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় চলতি সিজনে মেহেরপুরে পেয়াজের বেশ বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকায় দাম একটু কম। তবে এক্ষেত্রে চাষিরা ৩-৬ মাস ঘরোয়া ভাবে ঝুলিয়ে রেখে পেয়াজ সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়াও আমরা আশা করছি আমাদের মেহেরপুরের কৃতিসন্তান জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরে একটি সংরক্ষাণাগার নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন। তাহলে চাষিরা যথা সময়ে সেগুলো বিক্রি করে, যথাযথ মূল্য পাবে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের শীতবস্ত্র বিতরণ

গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রধান কার্যালয় পৌর ঈদগাহ পাড়ায় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল এর ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দরিদ্র শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমর ফারুক লিটন সহ-সভাপতি মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা এডভোকেট মোখলেসুর রহমান স্বপন জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য, প্রভাষক ফয়েজ আহমেদ যুগ্ম সম্পাদক মেহেরপুর জেলা বিএনপি, কাজী মিজান মেনন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা বিএনপি, আব্দুস সালাম যুগ্ম-সম্পাদক মেহেরপুর জেলা যুবদল, রাজন শেখ যুগ্ম সম্পাদক মেহেরপুর জেলা যুবদল।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরিদুল ইসলাম পিন্টু যুগ্ম সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, লিটন উদ্দিন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, তরিকুল ইসলাম সাংস্কৃতিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, আনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর জেলা নবীন দল।

আলোচনা সভা শেষে দরিদ্র শিশুদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে শৈলকুপায় ৭ পুলিশসহ আহত- ৮, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী ও বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা, ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এ সময় ৭ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে জানা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ ১২ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। সরোয়ার নামে বিদ্রোহী প্রার্থীর ১ কর্মী কে মুমূর্ষু অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের অভিযোগ দল থেকে সদ্য বহিস্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের কর্মী-সমর্থকরা নৌকা মার্কার মিছিলে হামলা চালায়। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে মেয়র প্রার্থী তৈয়বুর রহমান বলেন নৌকা মার্কার মিছিল থেকে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালানো হয়। এ সময় সরোয়ার নামে তার এক কর্মী গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল রবিবার সন্ধ্যার একটু আগে নৌকা মার্কার একটি মিছিল চৌরাস্থা হয়ে সরকারী ডিগ্রী কলেজ রোড দিয়ে যায়। এসময় সময় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের অফিস অতিক্রমের সময় উভয় মেয়র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি জানা জানি হলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম ও বিদ্রোহী প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের কর্মী-সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। এ সময় পুলিশ উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে ১২ রাউন্ড ফাকা রাবার বুলেট নিক্ষেপ ও

ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সময় সংঘর্ষকারীদের ইটের আঘাতে ৭ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে পুলিশ দাবি করছে। সংঘর্ষের সময় গোলাম সরোয়ার নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মী গুরুতর আহত হয়। তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে চিকিৎসক জানান।

আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কার প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম বলেন, তার কর্মী সমর্থকরা একটি মিছিল নিয়ে কলেজ রোড দিয়ে যাওয়ার সময় দল থেকে বহিষ্কারের রাগে বিদ্রোহী প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের কর্মী সমর্থকরা তার মিছিলের উপর হামলা চালায়।

এ হামলার কথা অস্বীকার করে বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থী তৈয়বুর রহমান খান বলেন, নৌকা মার্কার মিছিল থেকে তার কলেজ রোডের স্কুল মার্কেটের নির্বাচনি অফিসে হামলা চালায়।

শৈলকুপা থানার ওসি তদন্ত মহসিন হোসেন জানান, আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ ১২ রাউন্ড ফাকা রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। হামলাকারীদের ইটের আঘাতে ৭ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে ওসি (তদন্ত) জানান।

আনোয়ার আলীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন আমির হোসেন আমু

একজন আনোয়ার আলী। তার রাজনীতির বয়স ৬০ বছরের উপরে। নানা দুঃসময়ে যিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নানা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মেয়র হিসেবে কুষ্টিয়া পৌরসভার নাগরিকদের সেবা করছেন টানা কয়েক যুগ। আধুনিক কুষ্টিয়া ও বসবাসযোগ্য শহর গড়তে যিনি সারাটা দিন ব্যয় করেন।

কোন পৌরসভায় আছে বলে জানা নেই। আমার সমবসয়ী অনেক বন্ধু মারা গেছে।

করোনা হওয়ার পর আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ জন্য শুকরিয়া তার দরবারে। হয়তো মানুষের ভালোবাসার কারণে আল্লাহ আমাকে নতুন হায়াত দান করেছেন। তাই বাকি সময় জনগণের জন্য কাজ করে যেতে চাই।’ মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, এবার নির্বাচিত হলে প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি বৃদ্ধদের জন্য আশ্রম ও কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল ও তাদের শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার করার ইচ্ছা আছে।

ভাল পৌরসভা গড়তে হলে নাগরিকদের সচেতন হতে হয়। নাগরিকরা সচেতন হলে শহর বদলে যাবে। সৌন্দর্য বন্ধনের পাশাপাশি সড়কগুলোকে আরো প্রশস্ত করার কথা জানান তিনি। পাশাপাশি যানজট নিরসনে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন মেয়র।

কুষ্টিয়াকে দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা ও উন্নত পৌরসভা দাবি করে মেয়র বলেন, আমার কোন বেতন বাকি নেয়। সেবা দেয়ার মত সব সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

আমাদের অনুসরন করে অনেক পৌরসভা। আমাদের সেবা যাতে আরো দ্রুত মানুষ পায় সেজন্য উদ্যোগ নেয়া হবে গামীতে। পৌর নাগরিকদের জন্য সেবার আওতা বাড়ানোর কাজও করা হবে আগামীতে। তবে এখনো সাধ্যমত সেবা দিতে হয়ত আমরা পারছি না। এ জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে আগের চেয়ে সেবা বেড়েছে। শহরের বেশ কয়েকটি সড়ককে প্রশস্ত করে সেখানে বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সবুজ কুষ্টিয়ার গড়ার উদ্যোগ হিসেবে এ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। বিশেষ করে পিটিআই সড়ক প্রশস্ত করা হবে। মরা গড়াই খাল খনন নিয়ে বলেন- খাল খননে আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু সমস্যা হয়েছে। নতুন করে আবার খননের উদ্যোগ নেয়া হবে।

এ জন্য জিকের সহযোগিতা নেয়া হবে। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে।’ ভাল পরিষদ চালাতে হলে ভালো লোকের প্রয়োজন বলেও জানান। গত পরিষদ চালাতে গিয়ে অনেক সময় কাউন্সিলররা বাঁধা দিয়েছে। তবে তাদের বুঝিয়ে অনেক কাজও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিরোধিতা থাকবেই, তারপরও কাজ করে যেতে হবে। মেয়র বলেন নেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ভালবাসেন। তিনি আমার খোঁজও নেন।

দেশকে সঠিক পদে নিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা এমন দাবি করে মেয়র বলেন,

দেশ আগের তুলনায় উন্নত। এ জন্য কুষ্টিয়া সপৌরসভা অনেক কাজ বাস্তবায়ন করতে পারছে। আগের তুলনায় আমরা বেশি বাজেট পাচ্ছি। কাজ বাস্তবায়ন করা সহজ হচ্ছে।’ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চান মেয়র। তিনি সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হলে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

মেয়র বলেন- কাজের মূল্যায়ন করবে জনগনণ। আমিতো তাদের সেবা দিয়ে আসছি। ভোটের মাধ্যমে কাজের বিষয়টি প্রমাণ হয়। আশা করি ভাল নির্বাচন হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলে আমাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। আমি কোন হট্টগোলে বিশ্বাসী নয়। সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মনোনয়ন পাওয়ার পর দলের শীর্ষ নেতারা এসেছিলেন। তারা আমার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের সবার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন।

নৌকা প্রতীক দলের। তাই দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী নৌকার পক্ষে কাজ করবে বলে আশা করছি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবউল লম হানিফ এমপিসহ সকলেই আমার জন্য কাজ করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সবাই আমাকে ভালোবাসেন এটায় আমার জন্য বড় পাওয়া।’

গাংনীতে আবারো সতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর প্রচার মাইক ভাংচুর

আবারো সতন্ত্র মেয়র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের প্রচার মাইক ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার বিকালে যুবলীগের নির্বাচনী পথসভা থেকে সতন্ত্র ও বিএনপির প্রার্থীদের প্রতিহত করার ঘোষনার ঘন্টা পার না হতেই প্রচার মাইক ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে যুবলীগের পথসভা থেকে ঘোষনা করা হয় বিএনপি ও সতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিহত করা হবে। পথসভাটি সন্ধ্যার দিকে শেষ হলে এশার আজানের পর শহীদ রেজাউল চত্বরের অপর দিকে এ মাইক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

প্রচার মাইকের ভ্যান চালক বাশবাড়ীয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে

মোঃ সেলিম জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে মেহেরপুরের দিকে যেতে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেটের সামনে দিয়ে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের (জগ) মার্কা প্রতীকের প্রচারনা চলছিল। এসময় কয়েকজন লোক মাইক ভেঙ্গে আমার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।

সতস্ত্র মেয়র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম বলেন, গতকাল শনিবার মাইক ভাংচুর করা হয়। আবারো আজ রোববার এশার আজানের পর গাংনী বাজারে আমার (জগ) মার্কার প্রচারনা চলছিল। এসময় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর লোকজন আমার প্রচার মাইক ভাংচুর করে। আমি গতকালের ভাংচুরের বিষয়ে লিখিত পাঠিয়েছি বিভিন্ন দপ্তরে। আজকের ঘটনাটিও জেলা নির্বাচন ও রির্টানিং কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তবে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আহম্মেদ আলী জানান এমন কোন ঘটনা আমার জানা মতে ঘটেনি।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রির্টানিং কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, শনিবার বিকেলে একটি মাইক ভাংচুরের ঘটনা আমার দপ্তরে লিখিত আকারে জানানো হয়েছে। আজকের কোন ঘটনা আমার নিকট এখন পযর্ন্ত লিখিতভাবে কেউ জানায়নি।

রোববার বিকেলে যুবলীগ আয়োজিত পথসভায় উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারেফ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কা প্রতীকের প্রার্থী আহম্মেদ আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। এসময় জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি।

মেহেরপুরে গভীর ওয়াটার পাম্পের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌর সভার উদ্যোগে জাইকার অর্থায়নে ১২০০ ফিট গভীর ওয়াটার পাম্পের উদ্বোধন করা হয়েছে । রবিবার দুপুরে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর পৌর এলার পন্ডের ঘাট নামক স্থানে এই গভীর ওয়াটার পাম্পের উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর পৌর এলাকাই শুদ্ধ পানি সরবরাহ চলে তাই তারাই আলোকে শুদ্ধ পানি উত্তলন পাম্পের উদ্ভোদন করা হলো। মেহেরপুর পৌর এলাকাই পানির সল্পতা ছিলো তাই আমরা মেহেরপুরে বিভিন্ন জায়গাই পানি উত্তলন পাম্প বসিয়ে দিয়েছি, যার গভিরতা ১২০০ফিট, যেনো পানিটা আর্সেনিক, আইরোন মুক্ত পানি পাই।

এসময় তিনি আরও বলেন, আগামিতে মেহেরপুর পৌর বাসিরা যেনো পরিশুদ্ধ পানি পাই সেই জন্য আরও দুইটি পানি উত্তলন পাম্প চালু করতে যাচ্ছি যাতে করে মেহেরপুরের পৌর বাসিদের পরিশুদ্ধ পানির কোনো অভাব দেখা না যায় সেই দিকে খেয়াল রাখছি।

কুমারখালীতে ৫ স্ত্রীর মধ্যে ৩ স্ত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে স্বামী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে প্রেমের ফাঁদে ফেলে একাধিক বিয়ের হোতা রবিউল আলমের বিরুদ্ধে চতুর্থ স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও সহায়তা করার অপরাধে মামলা হয়েছে।

রবিবার ভোররি দিকে কুমারখালী উপজেলার হলবাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আমরা বিব্রত। তবে একাধিক বিয়ের বিষয়ে তার ভাইয়ের পাশাপাশি মেয়ে পক্ষও দায়ী বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ঝিনাইদহে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ

‘সব শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বদলে দেব এ পৃথিবী’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে কম্বল ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)’র এর পক্ষ থেকে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এনসিটিএফ’র সভাপতি তাসনিম ফারহান স্নেহা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ডা: জাহিদ আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ুব হোসেন, সিও সংস্থার সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাফিদুন্নেছা শিলা।

আলোচনা শেষে শহরের বিভিন্ন এলাকার অর্ধ শতাধিক শিশুদের হাতে কম্বল ও মাস্ক তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

বারোবাজার রেলস্টেশনের সংযোগ

সড়ক পুকুরে বিলীন, যাত্রী ভোগান্তি!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার রেল স্টেশনের সংযোগ সড়কের বেহাল দশা, রেলের যাত্রী সহ এলাকাবাসীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এই রাস্তার জন্য।

কালীগঞ্জ উপজেলার অন্যতম ব্যবসায়ীক কেন্দ্র হচ্ছে হাট বারোবাজার। সুপ্রাচীনকাল থেকে বারোবাজার এই অঞ্চলের ব্যবসা বানিজ্যের জন্য সুখ্যাতি রয়েছে। যার সুবাদে বারোবাজারে ব্যবসায়ী ও যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি রেলস্টেশন রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় চার শতাধিক যাত্রী এই স্টেশন হয়ে খুলনা, রাজশাহী, দৌলতদিয়া,চিলমারী রুটে চলাচল করছে।

কিন্তু বারোবাজার শহর হতে স্টেশনে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে পার্শ্ববর্তী পুকুরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। যার ফলে দূর্ভোগে পড়েছে। বিশেষ করে অসুস্থ রোগী ও শিশুরা বেশি দূর্ভোগ পোহাচ্ছে। শহর থেকে মাত্র চারশ মিটারের এই রাস্তাটির বেহাল অবস্থার কারনে রেল হারাচ্ছে যাত্রী।

রাস্তার বিষয়ে বারোবাজার স্টেশনের স্টেশন মাস্টার মোবাশ্বের হোসেনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, রাস্তাটি রেলের জায়গায়, তবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, দর্শনা টু খুলনা রেল লাইন ডাবল হওয়ার সময় হয়ত রাস্তাটি মেরামত হতে পারে। তবে শুষ্ক মৌসুমে রাস্তার পাশের পুকুর পাড় দিয়ে চলাচল তরা গেলেও বর্ষায় তা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে, জীবনের ঝুকি নিয়ে যাত্রীরা তখন রেল লাইনের উপর দিয়ে হেটে স্টেশনে আসেন।

রাজবাড়ী গামী এক রেল যাত্রী বলেন, তিনি তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রী কে তার বাবার বাড়ি রাখতে যাচ্ছে, কিন্তু বাজার থেকে স্টেশনে আসার রাস্তা ভাঙা থাকায় তিনি পায়ে হেটে স্টেশনে এসেছেন।

উল্লেখ্য এই একই রাস্তা ব্যাবহার করে বারোবাজার উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বারোবাজার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীরা যাওয়া আসা করেন। এলাকাবাসীরা রাস্তাটি দ্রুত সময়ে সংস্কারের আহবান জানান।